দৈনিক ইনকিলাব
44
তারিখ 21 DEC 1991
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

পরীক্ষায় অতিরিক্ত ফি আদায়

দেশের চারটি শিক্ষা বোর্ডের অধীন অনুষ্ঠিতব্য এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের টেস্ট পরীক্ষা ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা এসএসসি পরীক্ষার ফর্ম পূরণ করতে শুরু করেছে।

এ সম্পর্কে পত্রিকান্তরে প্রকাশিত বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ফেনী এলাকায় এসএসসি পরীক্ষা ফর্ম পূরণ নিয়ে কোন কোন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত ফি অপেক্ষা দ্বিগুণ তিনগুণ অতিরিক্ত ফি দাবী করছে। ফলে, বহু গরীব ও অসচ্ছল মেধাবী ছাত্র-ছাত্রী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছর শিক্ষা বোর্ড এএসসি পরীক্ষার ফি সাড়ে ৪শ' টাকা থেকে ৫শ' টাকা না-কি নির্ধারিত করে দিয়েছে। কিন্তু, এলাকার অধিকাংশ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ না-কি এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে পরীক্ষার ফি বাবদ দেড় হাজার থেকে দুই হাজার টাকা আদায় করছে। এমনকি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ফি আদায় বাবদ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে রসিদ পর্যন্ত দিচ্ছে না। এছাড়াও, কোন কোন বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অগ্রিম কোচিং ফি আদায় করে নিচ্ছে। এমনকি যে সব পরীক্ষার্থী টেস্ট পরীক্ষায় দুই এক বিষয়ে উত্তীর্ণ হতে পারেনি, তাদেরকেও সেন্টাপ করে তাদের কাছ থেকে কোচিং ফি আরো বেশী আদায় করে নিচ্ছে।

উল্লেখ্য, নড়াইল থেকে অনুরূপ ঘটনার খবর পাওয়া যাচ্ছে। নড়াইলের কোন কোন এলাকার বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে মাথাপিছু এক হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করছে বলে অভিভাবক মহল অভিযোগ তুলছেন। এ সম্পর্কে আরো জানা যায় যে, পরীক্ষার্থীদের ফি নির্দিষ্ট সময়ে জমা দেয়ার জন্য অভিভাবকগণ হালের গরু ও জমি-জমা পর্যন্ত বিক্রি করতে বা বন্ধক রাখতে বাধ্য হচ্ছে। এসব ঘটনা যদি সত্যি হয় তাহলে এটা নিঃসন্দেহে দুঃখজনক বলতে হবে।

দেশের বর্তমান আর্থিক সংকটের মোকাবিলা করতে গিয়ে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত অভিভাবকগণকে বহু ত্যাগ স্বীকারের বিনিময়ে স্বীয় ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার খরচ বহন করতে হচ্ছে। এমতাবস্থায় যদি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসএসসি পরীক্ষার সুযোগ গ্রহণ করে অতিরিক্ত ফি আদায় করতে থাকে তাহলে হয়তো গরীব অভিভাবকের বহু মেধাবী ও প্রতিশ্রুতিশীল ছেলে-মেয়ে পরীক্ষায় অংশগ্রহণ থেকে বঞ্চিত থেকে যাবে। এর ফলশ্রুতিতে শিক্ষার প্রতি অভিভাবক মহলের আগ্রহ হ্রাস পাবে। সাথে সাথে দেশে উচ্চ শিক্ষার হার কমে যাবে।

প্রসঙ্গতঃ আরো উল্লেখ করতে হয় যে, দেশের প্রত্যন্ত এলাকার অধিকাংশ বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহে বিগত কয়েক বছর ধরে এসএসসি পরীক্ষার সময় এলেই বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করে। কোন কোন এলাকায় না-কি এটা এক প্রকার রেওয়াজ হয়ে বসেছে। বর্তমানে এ অব্যবস্থা পল্লী থেকে রাজধানী শহর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করছে বলে শোনা যায়। এ বছর না-কি রাজধানীর কোন কোন বেসরকারী বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এসএসসি পরীক্ষার্থীদের কাছ থেকে অতিরিক্ত ফি আদায় করেছে। কাজেই, শিক্ষা ক্ষেত্রে এ ধরনের অনিয়ম চলতে দেয়া যায় না। সুতরাং বিষয়টির প্রতি আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।